১) সক্রেটিসের প্রভাবের কাল- Apology, Crito, Euthyphro etc.

২) উত্তরণ পর্ব- Georgias, Meno, Hippias I & II

৩) পরিপক্কতার যুগ [প্লেটোর নিজস্ব বক্তব্যের প্রকাশ]- Symposium, Phaedo, Republic etc.

৪) বার্ধক্যের রচনা- Theatetus, Parmenides, Timaeus etc.

==

যথার্থ জ্ঞান কি? What is genuine knowledge?

লৌকিক বা সাধারণ জ্ঞান এবং যথার্থ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি? What is the difference between common knowledge or claim to knowledge and genuine knowledge?

যথার্থ জ্ঞান লাভ করার উপায় কি? → Theatetus

Sophists দের দাবি–

1) Man is the measure of all things.

2) Perception is the only source of knowledge ("প্রতক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস")

সত্য ও মিথ্যার, জ্ঞান ও অজ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্যে কোন **সর্বজনগ্রাহ্য নির্ণায়ক নেই।**

⬇

'প্রত্যক্ষ করা = প্রতিভাত হওয়া' → সত্যতা এবং জ্ঞান ব্যক্তিকেন্দ্রিক

যথার্থ জ্ঞান সম্ভব নয়

Socrates and Plato- যথার্থ জ্ঞান সম্ভব

১) সত্য ও মিথ্যা ২) জ্ঞান ও মত বা বিশ্বাস ৩) ভাল ও মন্দ কে আলাদা করার শর্তঃ

সার্বজনীন (universal) এবং বিষয়ী নিরপেক্ষ (objective)

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎস হতে পারে নাঃ

বিরুদ্ধ-উদাহরণ (counterexamples)

১) সব প্রত্যক্ষ-রূপই সত্য হতে পারে?

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়গুলিতে পরস্পর বিরোধী গুন প্রত্যক্ষিত হয়-

২) যা ব্যক্তির কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তা অনেক সময় পরে মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। জ্ঞান আজ সত্য, কাল মিথ্যা হতে পারে?

৩) প্রতক্ষই জ্ঞান হলে প্রমাণ-গঠন, শিক্ষাদান, আলোচনা অর্থহীন হয়ে পরে।

৪) কোন নুতুন ভাষার জ্ঞান হওয়ার জন্যে কেবল শব্দ বা সঙ্কেত স্রবন করাই যথেষ্ট নয়, ঐ শব্দগুলির অর্থও বুঝতে হয়।

৫) প্রত্যক্ষ আর জ্ঞান সমার্থক হলে স্মৃতিকে জ্ঞান বলা যাবে না। কেননা স্মৃতির বিষয়টি বর্তমান প্রতক্ষ্যের বিষয় নয়।

৬) সফিস্টদের বক্তব্য মানলে মানবজাতি ও অন্যান্য প্রাণীদের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতার মধ্যে ফারাক করা যাবে না।

৭) প্রতক্ষই জ্ঞান হলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য মুছে যাবে আর জ্ঞানকে বিশয়ি-নিরপেক্ষ বলা যাবে না।

৮) সপ্নের বিষয়বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিও প্রতক্ষ্য করতে সক্ষম। তবে তাদের কি জ্ঞান আছে?

==

৯) প্লেটোর যুক্তিঃ

ক) জ্ঞানের বিষয় কেবল ইন্দ্রিয়-সংবেদন থেকে পাওয়া উপাদান দিয়েই সম্পূর্ণ হয় না। প্রতক্ষলব্ধ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা এমন অনেক কিছু বুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা করে জানতে পারি যেটা সাক্ষাৎ প্রতক্ষ্যে জানা সম্ভব নয়......অস্তিত ও

অনস্তিত্বের উদাহরণ। তাই প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করতে পারে না।

খ) বাক্য গঠন করে কোন কিছুর পরিচয় দিতে হলে শ্রেণীকরণ(classification) ও শনাক্তকরণ(identification) করতে হয়। কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যে এটা করা সম্ভব নয়।

Railway lines appear to converge: it is in intellectual reflection that we know that they are really parallel.

কাজেই 'প্রতক্ষই জ্ঞান' এই দাবি ভিত্তিহীন।

==

জ্ঞানের উপাদান – সংবেদন → মানসিক ক্রিয়া → অবধারণ

↓

সত্য/ মিথ্যা

তাহলে জ্ঞান কি সত্য অবধারণ? (Is True judgment Knowledge?)

মিথ্যা অবধারণ → 'ক' এর সৃতি-প্রতিরূপ আমার মনে উপস্থিত আছে, তা উদ্দীপিত হয় 'খ' এর প্রত্যক্ষ্য রূপের সাহায্যে।

সত্য অবধারণ - অবধারণের বিষয়ের অনুরূপ একটি ব্যাপার বা বস্তুস্থিতি থাকলে সেটি সত্য অবধারণ।

যখন স্মৃতির বিষয়কে চিন্তা করি তখন এটির প্রতি আমার মনোভাবকে মিথ্যা বিশ্বাসের মনোভাব থেকে আলাদা করা যায় না। নিছক বিশ্বাস বিষয়ে আমার যে আস্থার বোধ তা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়।

তাই কেবলমাত্র সত্য অবধারণ কে কেবলমাত্র মিথ্যা অবধারণ থেকে আলাদা করা মুশকিল।

'সত্য হওয়াটা' জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত- পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

Example: A স্থান থেকে B স্থান এ কোন পথে যাওয়া উচিত?

উত্তরঃ ১) নিজের অভিজ্ঞতা থেকে (জ্ঞান)

২) অপরের কাছে শুনে (সত্য অবধারণ)

অপরের কাছে শূনে B স্থানে পৌছাতে পারলেও সেটা হবে by chance.

(১) পন্থা অবলম্বন করলে B স্থানে পৌঁছানর সম্ভাবনা বেশী।

তাহলে কি ব্যাখ্যা বা বিবরণযুক্ত সত্য অবধারণ হল জ্ঞান? (Is knowledge true judgment plus some 'account'?)

বিবরণ দেওয়ার অর্থ?

কোন বস্তু বা বস্তুস্তিথির (fact) সকল অংশ উল্লেখ করা → অংশগুলি কি জ্ঞাত বা জ্ঞেয়? → যদি না হয় →তাহলে বিবরণ দেওয়ার অর্থ বস্তু বা বস্তুস্তিথির (fact) সম্পর্কে কোন সত্য বিশ্বাস + অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বস্তু সম্পর্কিত বিশ্বাস।

তাহলে তো বিবরণ দেওয়া কেবলমাত্র সত্য অবধারণ গঠন করার চেয়ে বেশী উন্নত হতে পারে না কেননা বিবরণ দিতে গেলে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাস গঠন করতে হয় যা যুক্তি দিয়ে সমর্থিত নয়।

'বিবরণ দেওয়া' বলতে কি বোঝায়?

১) প্রাথমিক অংশসমুহকে বিশ্লেষণ করা।

এই জাতীয় বিবরণ সত্য বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হলে কি জ্ঞান হয়?

না, কারণ সরলতম অংশগুলির ব্যাখ্যা না দিয়েও জ্ঞান অর্জন করা যায়।

Example: mobile software ব্যবহার করতে গেলে বা game খেলতে হলে coding জানার প্রয়োজন নেই।

২) লক্ষণ নির্ণয় করা →যার সাহায্যে একটি বস্তুকে অন্যান্য বস্তুসমুহ থেকে পৃথক করা যাবে → বস্তুকে জানার অর্থ হবে বস্তুটির কোন অবচ্ছেদক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা। কিন্তু বিবরণ এর এই ব্যাখ্যা তেও অসুবিধা আছেঃ

ক) অবচ্ছেদক সম্পর্কে বিশ্বাসটি যদি আগে থেকেই ওই বস্তু সম্পর্কিত বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত না থাকে তাহলে সেতিকে যথার্থ বিশ্বাস বলা যাবে না

খ) অন্যদিকে যদি তা অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে বস্তুটির ধারণার সঙ্গে অবচ্ছেদক যুক্ত করেও কোন লাভ হল না।

অতএব, ব্যাখ্যা বা বিবরণযুক্ত সত্য অবধারণ জ্ঞান নয়।

জ্ঞান কী? (Meno and Republic -এই দুটি গ্রন্থে এর সদর্থক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা Plato করেছেন)

১) যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব

২) জ্ঞান অভ্রান্ত এবং জ্ঞানের বিষয় সত্য (বাস্তবতার সাথে মিল) হবে

৩) সাপেক্ষ হবে না; সাপেক্ষ হলে → ✖ অভ্রান্ত ✖ সার্বিক

৪) জ্ঞানের বিষয় → পরিবর্তনশীল বিশেষ বস্তু ✖ স্ববিরধীতাপুর্ণ ✖

৫) জ্ঞান গড়ে ওঠে বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংজ্ঞার (definition) এর সাহায্যে

৬) যথার্থ জ্ঞানের বিষয় প্রত্যয়(concept) বা সামান্য(universal), যাকে ধারণা(idea) বলা হয়েছে।

যখনই অনেক ব্যক্তির একটি সাধারণ নাম থাকবে, তখনই থাকবে অনুরূপ একটি আকার (Form)

প্রত্যক্ষ, বিশ্বাস ও মতামতের বিষয়বস্তু হল প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি (image).

৭) অজ্ঞতা → জ্ঞান ঃ মতামতের স্তর (Doxa) → জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর (Episteme)

৮) যথার্থ জ্ঞান ও মতামত বা বিশ্বাসের পার্থক্য বিশয়গত নয়, মনস্তাত্তিক। মতামত বা বিশ্বাসের তুলনায় জ্ঞান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তার বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

৯) বিশ্বাস সীমিত থাকে ইন্দ্রিয় জগতে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় হল অতীন্দ্রিয় শাশ্বত আকার। যা অনিয়ত, অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল তা মতামতের জগত।

জ্ঞানের বিকাশের বিভিন্ন স্তরঃ (Different stages of Knowledge)

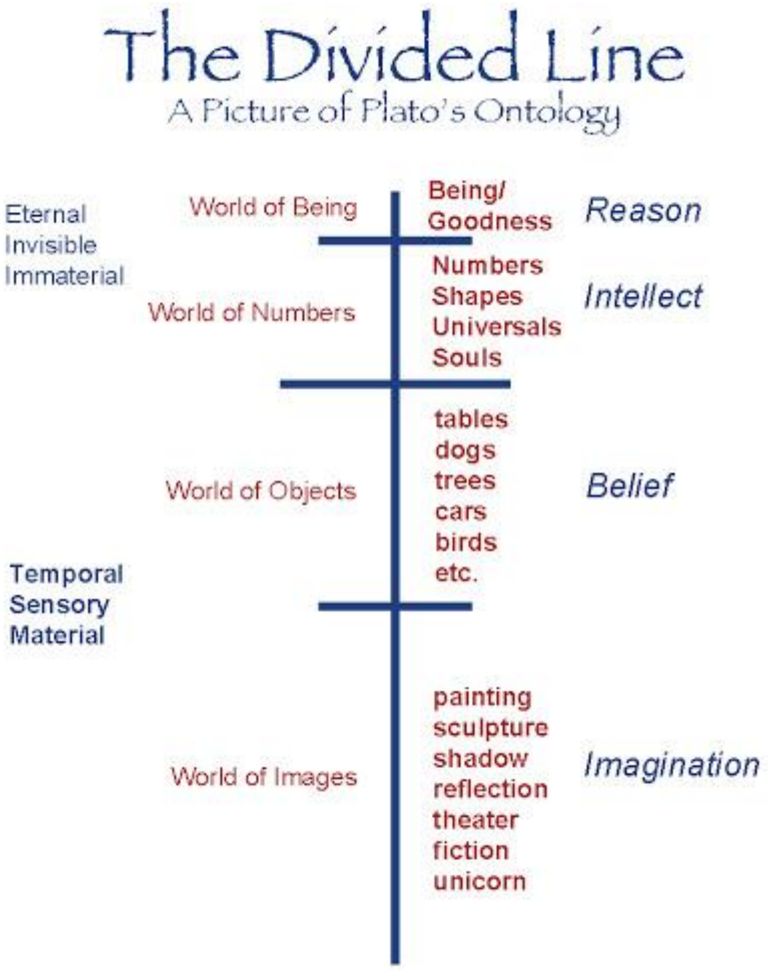

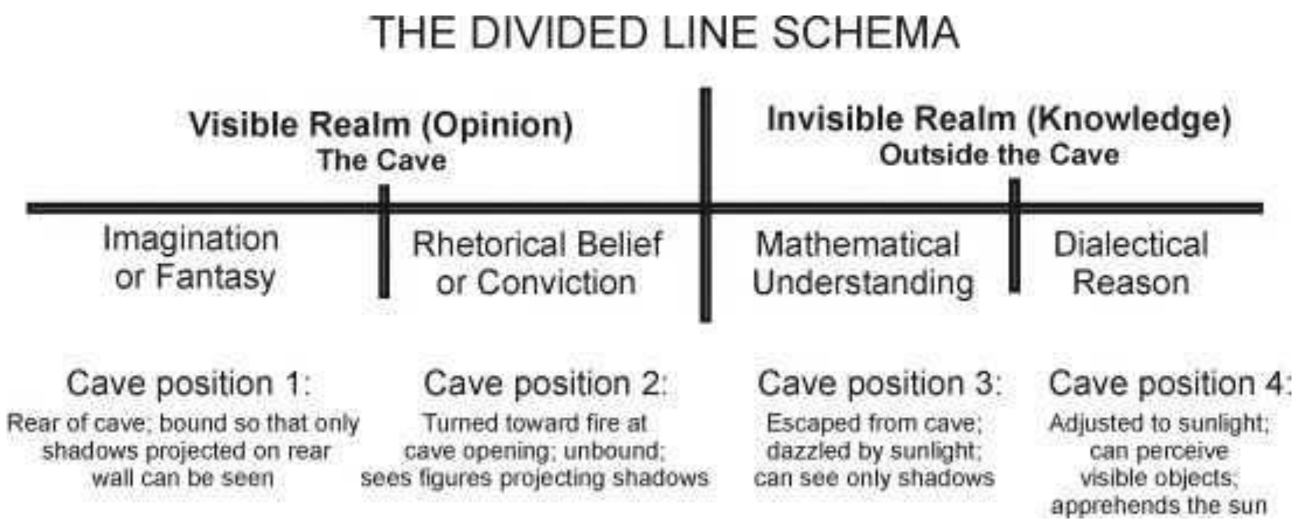

---মুলের সঙ্গে তুলনায় প্রতিলিপিগুলি কম বাস্তব এবং অস্তিত্বের জন্যে মুলের ওপর নির্ভরশীল।

---জগতের জড়বস্তুগুলি হল তাদের মুলের দুর্বল অনুলিপি।

---গাণিতিক জ্ঞান হল ইন্দ্রিয়জগৎ ও আকারের জগতের সংযোগ রক্ষাকারী সেতু।

---এভাবেই প্রতিভাত রূপ → সত্যে উপনীত হওয়া যায়।